কোনও কাজ কি সদাপ্রভুর অসাধ্য ?

আদিপুস্তক ১৮.১-১৫ পদ

গত সপ্তাহে আমরা অব্রাহামকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে দেখেছি। অব্রাহাম ৯৯ বৎসর বয়সে নিজের ও তার পরিবারের সমস্ত পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করে। কারণ, অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তির বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে ঈশ্বর নিজে এই ত্বকচ্ছেদ দিয়েছিলেন। ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে অব্রাহাম সেই চুক্তিকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই চুক্তি ছিল *অব্রাহামের সঙ্গে ও পুরুষানুক্রমে তার ভাবী বংশের সঙ্গে ঈশ্বরের চিরকালের নিয়ম ঃ তিনি অব্রাহাম ও তার ভাবী বংশের ঈশ্বর হন* (আদি ১৭.৭)। এতকাল, অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু এখন থেকে অব্রাহাম ত্বকচ্ছেদ-প্রাপ্ত বিশ্বাসী হল।

সাধারণ বিশ্বাসী ও ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত (আজকের দিনে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত) বিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য আছে। অব্রাহাম সেই ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত জীবন যাপন করতে পেরেছিল, যে জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পৌল এমন কথা বলেছেন, ***"আমরাই তো ছিন্নত্বক লোক, আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না"*** (ফিলিপীয় ৩.৩)। অব্রাহাম সেই জীবনই যাপন করে চলেছে; আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, তা সেই জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতারই প্রকাশ।

১ পদে বলাহয়েছে, ***" পরে সদাপ্রভু মম্রির এলোন বনের কাছে অব্রাহামকে দর্শন দিলেন। অব্রাহাম দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুদ্বারে বসেছিল।"*** সদাপ্রভু একা নন, তিনি ও দু'জন স্বর্গদূত মানুষের বেশে অব্রাহামকে দেখা দেন। এই দু'জন স্বর্গদূতই পরে সদোম ও ঘমোরা বিনাশ করতে এগিয়ে যাবে ও লোটের সঙ্গে দেখা করে এই বিনাশ থেকে রক্ষ পাবার জন্য সতর্ক করবেন। এর আগে আমরা ১৬ অধ্যায়ে সদাপ্রভুকে হাগারের কাছে মানুষের বেশে দর্শন দিতে দেখেছি; ১৭ অধ্যায়ে আবার অব্রাহামের সামনেও একইভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন। পুরাতন নিয়মে, এইভাবে মানুষের বেশে সদাপ্রভুর আগমনকে আমরা ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ পুত্র যীশু খ্রীষ্টের পৃথিবীতে মাংসে মূর্ত্তিমান হবার পূর্বে আগমন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

তাদের দেখে, অব্রাহাম উপলব্ধি করেছিল যে, তারা সাধারণ মানুষ নয়; কিন্তু মানুষের বেশে আগত স্বর্গদূত। আবার, তিনজনের মধ্যে একজন অন্য দু'জন থেকেও পৃথক। অব্রাহাম তৎক্ষণাৎ সদাপ্রভুকে চিনতে পারল, কারণ ইতিমধ্যে কয়েকবার সদাপ্রভু নিজে তার কাছে দর্শন দিয়েছেন। তাই, অব্রাহাম তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে দৌড়ে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে প্রণাম করলেন। অব্রাহাম যদি তাদের সাধারণ পথযাত্রী বলে মনে করত, তাহলে, অব্রাহাম কখনও এইভাবে তাদের প্রণাম করত না। কেবল তাই নয়, অব্রাহাম সদাপ্রভুকে বলল, ***"হে প্রভু, বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আপনার এই দাসের কাছ থেকে অগ্রসর হবেন না। . . . জল দিয়ে পা ধুয়ে . . . কিছু খাদ্য খেয়ে প্রাণকে আপ্যায়িত করুন"*** (৩-৫ পদ)। নিঃসন্দেহে, অব্রাহাম সদাপ্রভুকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে "হে প্রভু" বলে সম্বোধন করেছিলেন, কোন মামুলি পথযাত্রীকে অব্রাহাম কখনও এমন সম্বোধন করতে পারত না।

আমরা অব্রাহামের এমন আচরণ দেখে অবাক হতে পারি। অব্রাহাম কীভাবে ঈশ্বর-পুত্রকে তার তাম্বুতে আসতে ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবার সাহস লাভ করল? পাপী মানুষের ঘরে পবিত্র ঈশ্বরের প্রবেশকে অব্রাহাম কীভাবে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারল? এটাই হল ছিন্নত্বক অব্রাহামের প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাসের পক্ষে ব্যবহারিক প্রয়োগ। যে বিশ্বাসের দ্বারা অব্রাহাম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকগণিত হয়েছে (১৫.৬), সেই বিশ্বাসেই অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ পালন করে ত্বকচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই বিশ্বাসই সদাপ্রভুর প্রতি তার হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শণ করতে সাহস যুগিয়েছে। ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে অব্রাহাম যে দৃঢ় নিশ্চয়তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

লাভ করেছে, সেই দৃঢ় নিশ্চয়তাই অব্রাহামকে ব্যবহারিক জীবনে ঈশ্বরের প্রতি *জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গীকৃত চিত্ত-সঙ্গত আরাধনায়* (রোমীয় ১২.১) অনুপ্রাণিত করেছিল।

সদাপ্রভু অব্রাহামের কথায় রাজি হলেন, তিনি সেই দু'জন স্বর্গদূতের সঙ্গে অব্রাহামের তাম্বুর সামনে বসলেন। সদাপ্রভু যখন অব্রাহামকে এই সুযোগ দিলেন, তখন অব্রাহাম কত সুন্দরভাবে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিল। ৬, ৭ পদে বলা হয়েছে, "***তাতে অব্রাহাম ত্বরা করে তাম্বুতে সারার কাছে গিয়ে বললেন, শীঘ্র তিন মাণ উত্তম ময়দা ছেনে পিঠে তৈরী কর। পরে অব্রাহাম ত্বরায় বাথানে গিয়ে উৎকৃষ্ট কোমল এক গো-বৎস নিয়ে দাসকে দিলে সে তা শীঘ্র পাক করল।***" সদাপ্রভুর ব্যস্ততার কথা চিন্তা করে অব্রাহাম তাদের খাদ্যের জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কেবল তাই নয়, অব্রাহামের গৃহে যথেষ্ট দাস-দাসী ছিল, অব্রাহাম তাদেরকেই খাবরের ব্যবস্থা করতে বলতে পারত;কিন্তু সদাপ্রভুর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার প্রকাশ হিসাবে অব্রাহাম নিজে বাথানে গিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বাছুরটি বেছে এনেছে, এবং নিজের স্ত্রীকে পিঠে তৈরী করতে অনুরোধ করেছে। অব্রাহামের এই অতিথি-সেবা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। শেষ বিচারের সময় যীশু যখন মেষ ও ছাগদের পৃথক করবেন, তখন দীনের বেশে আমাদের মাঝে তাঁর আগমনকে তিনি স্মরণ করবেন (মথি ২৫.৩১-৪৬)।

সেই দৃশ্যটি কতখানি মনোরম ছিল, তা আমরা কল্পণা করতে পারি। বিশ্ব-ব্রম্ভাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা তাঁর সৃষ্ট একজন মানুষের অতিথি-সেবা গ্রহণ করছেন! যদিও ঈশ্বর-পুত্র সেদিন অব্রাহামের কাছে বেশি সময় ছিলেন না; কিন্তু তিনিই নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আমাদের মধ্যে ৩৩ বৎসর কাটিয়েছিলেন, আমাদের মাঝে খেয়েছিলেন ও পান করেছিলেন। তা ছিল কত বড় অলৌকিক কাজ। কিন্তু মৃত্যু ও স্বর্গারোহণের পর, তিনি তাঁর আত্মাকে বিশ্বাসী আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এবং পবিত্র আত্মার মধ্যেমে তিনি আজও আমাদের অনেক কাছে আছেন এবং আমাদের জীবনে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। তিনি অব্রাহামকে যে সান্নিধ্য দিয়েছিলেন, আজ তা আমাদের দিতে চান। আমরা কি তাঁর সেই ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করতে চাই?

সেই ৩জন অব্রাহামের অতিথ্য গ্রহণ করার সময় অব্রাহামের স্ত্রী, সারার বিষয় প্রশ্ন করলেন, "***তোমার স্ত্রী সারা কোথায়?***"(৯ পদ)। এর আগে ঈশ্বর অব্রাহামকে জানিয়েছেন যে, হাগারের গর্ভে যে ইশ্মায়েল জন্মেছে, সে প্রতিজ্ঞার সন্তান নয়;কিন্তু বৃদ্ধা সারার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সে-ই প্রতিজ্ঞাত সন্তান। অব্রাহাম ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতায় প্রণাম জানিয়েছিল ও আনন্দে মাতহারা হয়ে হেসেছিল (১৭.১৭) । কিন্তু সারা কি ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছে? মনে হয় না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মা হওয়ার জন্য সন্তান সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় সারার বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। ইব্রীয় ১১.১১-১২ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, "***বিশ্বাসে স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি পাইলেন, যদিও তার অতিরিক্ত বয়স হয়েছিল, কারণ সারা প্রতিজ্ঞাকারীকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করেছিলেন। এই জন্য এক ব্যক্তি থেকে, এমনকী, মৃতকল্প ব্যক্তি থেকে, এত লোক উৎপন্ন হল, যারা সংখ্যায় আকাশের তারাদের তুল্য, এবং সমুদ্রতীরস্থ গণনাতীত বালির তুল্য।***" তাই, ঈশ্বর সারার মনে সেই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাতে সারার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু যখন অব্রাহামের স্ত্রীকে ***"সারা"*** নামে অভিহিত করলেন; তখন অব্রাহাম আরও দৃঢ় নিশ্চিত হল যে, ইনিই সদাপ্রভু। কারণ, সারীর নাম পরিবর্তন হয়েছে বেশিদিন হয়নি;এবং তা অব্রাহাম ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। প্রভু অব্রাহামকে আরও বললেন, ***"এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হলে আমি অবশ্য তোমার কাছে ফিরে আসব; আর দেখ, তোমার স্ত্রী সারার এক পুত্র হবে"*** (১০ পদ)। এই কথা শুনে প্রভুর পরিচিতি অব্রাহামের কাছে আরও দৃঢ় হল।

কিন্তু প্রভুর এই কথা তাম্বুর মধ্য থেকে সারাও শুনতে পেল। প্রভু স্বয়ং এই কথা বলছেন, তাই সারার উচিৎ ছিল, স্বামী অব্রাহামের ন্যায়, প্রভুর এই কথায় বিশ্বাস করা। কিন্তু সারা প্রভুর এই কথায় মনে মনে হাসল;কারণ সারার যুক্তিতে সে নিজে ও তার স্বামীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তার নিজের স্ত্রীধর্ম শেষ হয়েছে) তাদের পক্ষে

পিতা-মাতা হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরের ক্ষমতা কতখানি, তা অব্রাহাম জানলেও, সারার কাছে এখনও তা অজানা। তাই, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি সারা সেদিন অবিশ্বাসের বা সন্দেহের হাসি হেসেছিল। সারা যদিও মনে মনে অবিশ্বাসের এই হাসি হেসেছিল, তা কেউ না জনলেও সদাপ্রভুর কাছে তা গুপ্ত ছিল না। তাই, সদাপ্রভু অব্রাহামকে বললেন, ***"সারা কেন এই বলে হাসল যে, আমি কি সত্যই প্রসব করব, আমি যে বুড়ী?"*** (১৩ পদ)। সারার এই অবিশ্বাসের হাসি দেখে, ঈশ্বর সারাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তার হৃদয়ে বিশ্বাসকে জন্ম দিতে তাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে তিনি পুনরায় উল্লেখ করলেন ও বললেন, ***"কোনও কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?"*** (১৪ পদ)।

কিন্তু সদাপ্রভুর এই কথা শুনে সারা মিথ্যা কথা বলল, ***"আমি হাসিনি; কারণ সে ভয় পেয়েছিল।"*** ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ মহাপাপ। এই পাপই আমাদের মনে ভয় তৈরী করে এবং সেই পাপকে ঢাকতে আমরা মিথ্যা কথা বলে থাকি। আমরা মনে এক কথা চিন্তা করি এবং মুখে অন্য কথা বলি। এইভাবে, মানুষের কাছে আমরা আমাদের হৃদয়কে গোপন রাখি; *কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বাইরে নয়, তিনি আমাদের অন্তঃকরণ দেখেন* (১ শমূ১৬.৭)। তাঁর কাছে আমরা আমাদের মনের চিন্তাকে গোপন রাখতে পারি না। সেদিন সারাও তা গোপন রাখতে পারিনি। তাই, সদাপ্রভু সারাকে তিরস্কার করে বললেন, ***"তুমি অবশ্য হেসেছিলে।"***

১৭ অধ্যায়েও, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে, আমরা অব্রাহামকে মনে মনে হাসতে দেখেছিলাম (১৭.১৭)। ঈশ্বর অব্রাহামের মনে মনে সেই হাসিকেও দেখেছিলেন। কিন্তু সেখানে ঈশ্বর অব্রাহামকে তিরস্কার করেননি। কারণ, সারা ও অব্রাহামের হাসির মধ্যে পার্থক্য ছিল। অব্রাহামের হাসি ছিল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অব্রাহামের আনন্দের প্রকাশ; কারণ সমস্ত জাগতিক যুক্তি ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক কাজ অব্রাহামের জীবনে সাধন করতে চলেছেন। তাই, এই হাসি ছিল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অব্রাহামের বিশ্বাসের প্রকাশ। অব্রাহামের এই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে পৌল বলেছেন, ***"বিশ্বাসে দুর্বল না হয়ে, তার বয়স প্রায় শত বৎসর হলেও, তিনি নিজের মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ব্ভের মৃতকল্পতাও টের পেলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করে অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হলেন, ঈশ্বরের গৌরব করলেন, এবং নিশ্চয় জানলেন, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সফল করতে সমর্থও আছেন"*** (রোমীয় ৪.১৯-২১)।

কিন্তু সারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল, তাই, প্রভু তাকে তিরষ্কার করেছিলেন। তাহলে, স্বভাবিক কারণেই যে প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি মারে, তা হল, এমন অবিশ্বাসী স্ত্রীলোকের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিজ্ঞাত সন্তান আসতে পারে? আদি পুস্তকে যদিও এই ঘটনার শেষ কথা বলা হয়নি, ইব্রীয় পুস্তকে তা উল্লেখ করা হয়েছে, ***"বিশ্বাসে স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি পাইলেন, যদিও তার অতিরিক্ত বয়স হয়েছিল, কারণ সারা প্রতিজ্ঞাকারীকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করেছিলেন"*** (ইব্রীয় ১১.১১)। এই কথা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, অতিথিরা চলে যাবার পর, সারা গভীরভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করেছিল, বিশেষ করে প্রভুর সেই কথা, *"কোনও কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?"* সারা সেদিন উপলব্ধি করেছিল, ঈশ্বর শূন্য থেকে এই বিস্ময়কর বিশ্ব-ব্রম্ভাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন। তাদের নিজেদের জীবনেও ঈশ্বর কী কী ভাবে আশীর্বাদ করে চলেছেন, তাও সেদিন সারা উপলব্ধি করেছিল। তাই, সারা যে উত্তর খুঁজে পেয়েছিল, তা হল, "না, ঈশ্বরের কাছে কোনও কাজই অসাধ্য নয়।" এই উত্তর, তথা বিশ্বাসই, সারাকে প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মা করেছিল।

আমরা কি এই উত্তর লাভ করেছি? আমরা কি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই?